সরোজকুমার রায় চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে

বি. কে. প্রোডাকসন্‌স্‌-এর

অনুষ্টুপ ছন্দ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা —পীযূষ বসু

চিত্রালী ফিল্‌ম্‌ ডিস্ট্রিবিউটর্স পরিবেশিত

বি. কে. প্রোডাকসন্‌স্‌-এর

অনুভব

চিত্রালী ফিল্‌ম্‌ ডিস্ট্রিবিউটর্স পরিবেশিত

কাহিনী ঃ—সরোজকুমার রায়চৌধুরী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ—পীযূষ বসু।
সহকারী—অজিত চক্রবর্তী, পঙ্কজ ঘোষ, জয়ন্ত বসু।

আলোকচিত্র গ্রহণ—দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। **সহকারী**—গৌর কর্মকার, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট মণ্ডল।
সঙ্গীত পরিচালনা—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। **সহকারী**—শৈলেশ রায় চৌধুরী।

সম্পাদনা—দুলাল দত্ত। **সহকারী**—হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ রায়, তাপস মুখোপাধ্যায়।
শিল্প নির্দেশনা—কার্তিক বসু।
সহকারী—সূর্য চট্টোপাধ্যায়।
শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত (অন্তর্দৃশ্য)
সহকারী—হৃষি বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ—সুজিত সরকার (বহির্দৃশ্য)
সহকারী—বাদল মণ্ডল।
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা—শ্যাম সুন্দর ঘোষ, **সহকারী**—জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলা সরকার, গোপাল ঘোষ, এডেল।
তত্ত্বধান—বীরেশ্বর সেন।
প্রধান কর্মসচীব—পারিজাত বসু।
ব্যবস্থাপনা—পরেশ চক্রবর্তী। **সহকারী**—সুনীল দত্ত, সুরেন দাস, তিনু বণিক।
প্রচার সচিব—অমল সেন।
প্রচার শিল্পী—সুবোধ দাশগুপ্ত।
স্থির চিত্রগ্রহণ—পিকস্‌ ষ্টুডিও।
রূপসজ্জায়—মদন পাঠক।
সহকারী—গোপাল হালদার, বিজয় নন্দন।
পটশিল্পী—কবি দাশগুপ্ত।
নৃত্য পরিচালনা—অনাদিপ্রসাদ।
গীতরচনা—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ।
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচালনা—সুচিত্রা মিত্র।
নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী—সুমিত্রা সেন, মৃণাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।
যন্ত্রসঙ্গীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।
ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিলম্‌ ল্যাবরেটারীজ প্রাইভেট লিঃ-এ আর বি মেহতা কর্তৃক পরিস্ফুটিত।
সাজ-সজ্জা—আর্ট ড্রেসার, দাশরথী দাশ।
আলোকসজ্জায়—ডাবু গাঙ্গুলী।
আলোকসম্পাতে—হরেন গাঙগুলী, সুধীর, অভিমন্যু, দুঃখীরাম, সুদর্শন, সন্তোষ, পরেশ, বামধনী, অবনী, মারু ও পাঁচু (বুমম্যান)।
পরিচয় লিপি—দিগেন ষ্টুডিও।
পরিবেশনা—চিত্রালী ফিল্‌ম্‌ ডিস্ট্রিবিউটর্স।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বল্লভ (ধান্যকুড়িয়া), শ্রীতড়িৎকুমার বল্লভ (ধান্যকুড়িয়া), রাজা কমলারঞ্জন রায় বাহাদুর (কাশিমবাজার), মিসেস

(৩য় প্রচ্ছদ দেখুন)

কাহিনী

সব ভালোবাসারই একটি ছন্দ আছে। সেই ছন্দের দোলায় স্পন্দিত দু'টি হৃদয় দূর থেকে ক্রমশ নিকটে আসে, পরস্পরের আন্তরিক আশ্লেষে ধরা দেয়। কোন অতীতে এই ছন্দ উচ্চারিত হয়েছিল প্রথম, কে জানে; তবু যুগ যুগ ধ'রে এখনো সে ধ্বনিত। সে-ছন্দের ধ্বনি কৈশোর থেকে উত্তীর্ণ হয় যৌবনে, যৌবন থেকে আরো দূরে, আ-মৃত্যু তার রেশ থেকে যায়। তার নাম অনুষ্টুপ ছন্দ।

এই ছন্দে আলোড়িত হয়েছিল দু'টি হৃদয়—প্রণব আর সুচরিতার। প্রণব মুখার্জী সুঠাম ও সুপুরুষ, রূপে ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। মা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, তাঁর চারিদিকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল আচার ও গোঁড়ামির প্রাচীর। যুবক বয়সে প্রণব যখন ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিদেশ যাওয়া স্থির করল, তখন তার মা স্থির করলেন বিদেশে যাত্রার আগেই ছেলের বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। হলো তাই। প্রাচীনপন্থী প্রণবের মা গ্রামাঞ্চল থেকে খুঁজে নিয়ে এলেন বালিকা সৌদামিনীকে, প্রণবের স্ত্রীরূপে। এর কিছুদিন পরেই প্রণব বিদেশ যাত্রা করল।

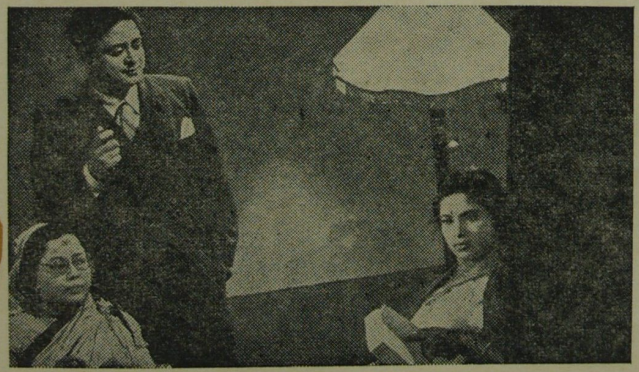

দীর্ঘ চার বছর পরে প্রণব ফিরে এল দেশে, কলকাতায়। তার রূপ, যৌবন ও বুদ্ধির দীপ্তি ততোদিনে আরো উজ্জ্বল হয়েছে। সেদিনের বালিকা সৌদামিনীও এখন যুবতী, রূপে ও যৌবনে অনিন্দ্যসুন্দরী। পরস্পরকে গ্রহণ করে নিতে তাদের দেরি হলো না। বিবাহের যে মন্ত্র একদিন দু'জনকে জুড়ে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, অম্লান সুরে তা এখনো প্রতিদিন বেজে ওঠে।

প্রণবের কাছে সৌদামিনীই সব, সৌদামিনীর কাছে প্রণব। তবু, কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম অভাব বোধ মাঝে-মাঝে উঁকি দেয়। সে অভাব প্রণবের মনে।

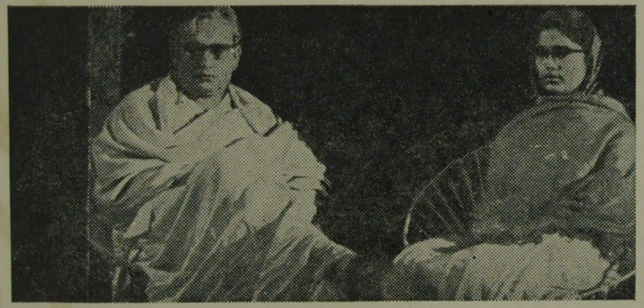

শিক্ষিত, বিদেশ-প্রত্যাগত, বুদ্ধি-ভাস্বর প্রণব একদিকে, অন্যদিকে সরলা গ্রাম্যবালিকা সৌদামিনী। উভয়ের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সে-বাধা দূর হলো না। তা হোক, তবু তারা সুখী। সৌদামিনী মহিয়সী, তার হৃদয়ের স্পর্শে মনের সব অন্ধকার ক্রমশ দূর হ'য়ে যায়।

ইতিমধ্যে, একবার একা দার্জিলিং বেড়াতে এসে প্রণবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো বন্ধু বরদা সেনের। বরদা তাঁর বোন সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন প্রণবের। ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে প্রণব। সুচরিতারা ব্রাহ্ম। তবু, এই আকস্মিক পরিচয়ের মধ্যে কোথায় যেন নিয়তির নির্দেশ ছিল। সৌদামিনীর কাছে প্রণব যা পায়নি, যে-অভাববোধ তাকে নিরন্তর পীড়িত করত, সুচরিতার সঙ্গে পরিচয় হবার পর ক্রমশ তা থেকে মুক্ত হ'তে লাগল প্রণব। পরস্পরের মধ্যে গ'ড়ে উঠল বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো প্রত্যাশা নেই, দাবি নেই; শুধু দান আর গ্রহণ।

সবাই ফিরে আসে কলকাতায়। মাঝে মাঝে প্রণব যায় সুচরিতার কাছে। দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে দু'জনে। করে তর্ক। ফিরে এসে আবার সৌদামিনীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে, ছেলে বিমানকে স্নেহের ছায়ায় ক্রমশ বড় ক'রে তোলে।

শান্তির দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল এইভাবে। হঠাৎ মেয়ে মাধুরীর জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হলো সৌদামিনীর। দুঃসহ এই বিচ্ছেদ। সৌদামিনী ছিল তার বুকের অনেকখানি জুড়ে; শোকে, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় মূক হয়ে গেল প্রণব। মনোকষ্ট ভুলে থাকার জন্য অফুরন্ত কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করল সে। তবু, স্মৃতির কাছে বার বার পরাজয় মানতে হয়। দিনে দিনে শরীর ভাঙতে লাগল। মা বললেন আবার বিয়ে করতে। মা-র

ইচ্ছায় সায় দিতে পারল না প্রণব। অসম্ভব।

এদিকে সৌদামিনীর মৃত্যুর পরই সুচরিতা কলকাতা ছেড়ে দূরে চ'লে গেছে। প্রণব জানলো দিনের পর দিনের বন্ধুতা কবে রূপান্তরিত হয়েছে ভালোবাসায়। সুচরিতা তার বাবা মা-র মনোনীত কোনো পাত্রকে গ্রহণ করতে পারেনি। সৌদামিনীর মৃত্যু যে সুচরিতাকে দূরে রেখেছিল, একমুহূর্তে সে আবার প্রণবকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। প্রণব বার বার ছুটে যায় সুচরিতার কাছে, প্রত্যাশাভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে সুচরিতাও। তবু, "ভালোবাসি" এ-কথা কেউই মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারল না।

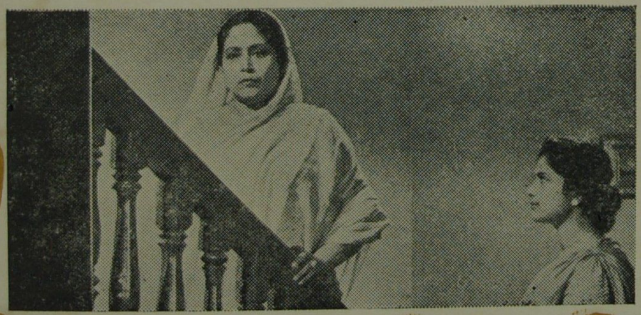

দিন কেটে যায়। নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পর্যুদস্ত হ'তে হ'তে বার্ধক্যে উপনীত হলো প্রণব। সুচরিতাও বিগত যৌবনা। প্রণবের ছেলে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে বিমান চাকরি করে পুরীতে। সস্ত্রীক সেখানেই থাকে। মাধুরী থাকে তার স্বামী বিলাসের কাছে। প্রণব আজ সম্পূর্ণ একা। অসহ্য এই একাকীত্বের যন্ত্রণা, অসহনীয় তার দাহ।

প্রণব আবার ছুটে গেল সুচরিতার কাছে। দু'-জনেরই যৌবন নেই, দেহের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তবু, একজনের অভাবে আর একজনের জীবন দুর্বিষহ। দীর্ঘদিনের না-বলা কথার ভারে ভারাক্রান্ত সুচরিতা। এতদিন যে-কথা বলতে পারে নি, বলার জন্য ছটফট করেছে, সেই কথা আজ মুখ ফুটে বলে ফেলল প্রণব।

সুচরিতা কি প্রণবের আহ্বানে সাড়া দেবে? যে-ভালোবাসার ছন্দ বছরের পর বছর তার মনপ্রাণ আবিষ্ট ক'রে রেখেছে, তাকি আবার পূর্ণতায় গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে।

কি করবে সুচরিতা!

সঙ্গীত

চরণ রেখা তব
যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি
আপনি ঘুচালে কি?
অশোক রেণুগুলি
রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণ তলে
আজিকে লীন দেখি।
ফুরায় ফুল ফোটা
পাখীও গান ভোলে
দখিন বায়ু সেও
উদাসী যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে—
স্মরণ তারো কি গো
মরনে যাবে ঠেকি।

২

তুমি মধুর অঙ্গে নাচো গো রঙ্গে
নূপুর ভঙ্গে হৃদয়ে —
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি—
প্রেম অধীরা—
কন্ঠ মদিরা
পরাণ পাত্রে এ মধু রাত্রে ঢালো গো,
নয়নে চরণে বসনে ভূষণে গাহো গো
মোহন রাগ রাগিনী—
ওগো নব অনুরাগিনী—
মম শোনিত স্রোতে বহিবে গান
লহরে লহরে উঠিবে তান
শিহরি উঠিবে অবশ প্রাণ
রিনি রিনি রিনি রিনিনি
শুনি তব পদ গুঞ্জন, জগত শ্রবণ রঞ্জন
আপনি হরষে আপন পরশে
তব চরণ মন্ত্র পরাণ যন্ত্রে বাজিবে।
সুখ স্মৃতিগুলি আমারে ঘিরিয়া
নাচিবে।
রিনিকি রিনিকি রিনি রিনি
ওগো পরাণ বিলাসিনী —
তুমি মধুর অঙ্গে নাচোগো রঙ্গে
নূপুর ভঙ্গে হৃদয়ে।

৩

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহিরে ॥
ধরায় যখন দাওনা ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহিরে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে
খেলার পুতুল ভেঙ্গে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক তবে সেই কেবল খেলা,
হোক না এখন প্রাণের মেলা —
তারের বীণা ভাঙ্গলো হৃদয়
বীণায় গাহিরে —

(২য় প্রচ্ছদের পর)

আরাকে, (প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট), মাদ্রাজ সরকার, এ কে মিত্র (সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে), খুকু সেনগুপ্ত (রাঁচী), মোহন বিশ্বাস (ডাল্টনগঞ্জ), বি পি মুখিয়া (দার্জিলিং), এরিক আভারী (দার্জিলিং), পল্টু ব্যানার্জী (হ্যাপি-ভ্যালি টী ষ্টেট দার্জিলিং), মিঃ মল (এস পি নৈনীতাল), মিঃ ভি পি শা (মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও সি. মল্লীতাল ও তল্লীতাল।)

ভূমিকায়—বসন্ত চৌধুরী
সুমিতা সান্ন্যাল
নবাগতা অঞ্জনা ভৌমিক
মলিনা দেবী
লিলি চক্রবর্তী
সীতা মুখার্জী
এন্ বিশ্বনাথন
বিপিন গুপ্ত
সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য
আশীষ মুখার্জী
উপালী গুপ্তা
বীরেশ্বর সেন
পারিজাত বসু
খগেশ চক্রবর্তী
তমাল লাহিড়ী
শিবেন ব্যানার্জী
নিমাই মিত্র
দীপা চ্যাটার্জী
ছায়া দাস
জ্যোৎস্না ব্যানার্জী
রমা দাশ
শ্রীগোপাল ব্যানার্জী
মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী
ডঃ মনোরঞ্জন বসু
ডাঃ সাহা বিমল দত্ত সতু এবং
আরও অনেকে।

চিত্রালী ফিল্‌ম্‌ ডিস্ট্রিবিউটর্স পরিবেশিত

আগামী ছবি

*

সমরেশ বসুর **আলোয় ফেরা** — ভূমিকায়

পরিচালনা—**বলাই সেন** — অরুন্ধতী, বিকাশ, কালী ব্যানার্জী,

তত্ত্বাবধানে—**তপন সিংহ** — অজয়, সুমিত্রা, রাধামোহন

*

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রাজদ্রোহী** — ভূমিকায়

পরিচালনায়—**কাতিক চট্টোপাধ্যায়** — উত্তমকুমার,

সঙ্গীত—**আলী আকবর** — অঞ্জনা ভৌমিক

*

প্রতিভা বসুর **প্রথম বসন্ত**

পরিচালনায়—**নির্মল মিত্র**

*

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **কালের মন্দিরা**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়—**তপন সিংহ**

চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩, পক্ষে প্রচার সচিব অমল সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত